ইসলাম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

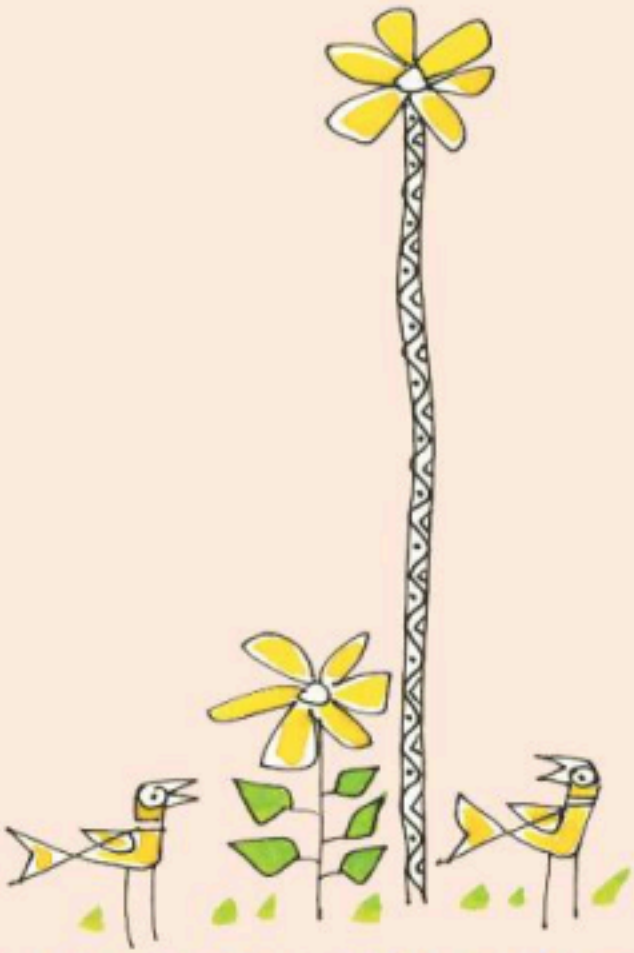

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন

অধ্যাপক এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

মুহাম্মাদ কুরবান আলী

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আরিফুল ইসলাম

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০২৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চতুর্থ শ্রেণির জন্য 'ইসলাম শিক্ষা' শীর্ষক এ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনে তাদেরকে সহায়তা প্রদান এ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন ও ইসলামের আদর্শ চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন ও বিকাশে সক্ষম হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্য চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্যে, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইমান ও আকাইদ ০১-১৯

মহান আল্লাহর পরিচয় ০১
আল্লাহ মালিক ০৩
আল্লাহ সর্বশক্তিমান ০৫
আল্লাহ শান্তিদাতা ০৭
কালিমা শাহাদত ০৯
ইমান মুজমাল ১০
ইমান মুফাস্‌সাল ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত ২০-৩৮

তাহারাত, ওযু ২১
গোসল, আযান ২৩
ইকামত ২৬
সালাত ২৯
জুমুআর সালাত ৩৩
ঈদের সালাত ৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক ৩৯-৫২

আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা ৪০
শিক্ষককে সম্মান করা ৪১
বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা ৪২
প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার ৪৩
রোগীর সেবা করা ৪৪
সত্য কথা বলা ৪৫
ওয়াদা পালন করা ৪৬
লোভ না করা ৪৭
অপচয় না করা ৪৮
পরনিন্দা না করা ৪৯

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা ৫৩-৬৯

আরবি বর্ণমালা ৫৪
হরকত ৫৬
তানবীন ৫৭
জযম ৫৯
তাশদীদ ৬০
মাদ্দ ৬১
তাজবীদ, মাখরাজ, ইদগাম ৬৩
ইযহার ৬৪
সূরা আন নাসর ৬৬
সূরা আল লাহাব ৬৬
সূরা ইখলাস ৬৭

পঞ্চম অধ্যায়

নবি ও রাসুলগণের পরিচয় ও জীবনাদর্শ ৭০-৯২

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ ৭০
হযরত মুসা (আ) ৭৭
হযরত হূদ (আ) ৮০
হযরত সালিহ (আ) ৮০
হযরত ইসহাক (আ) ৮১
হযরত লূত (আ) ৮২
হযরত শুয়াইব (আ) ৮৪
হযরত ইলিয়াস (আ) ৮৫
হযরত যুলকিফ্‌ল (আ) ৮৬
হযরত যাকারিয়া (আ) ৮৬
হামদে ইলাহী ৯১
নাতে রাসুল (স) ৯২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

ইমান ও আকাইদ– اَلْاِيْمَانُ وَالْعَقَائِدُ

আমরা মুসলিম। আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলামের মূল কথাই হলো ইমান। ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করাকে ইমান বলে।

ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং সেই অনুসারে আমল করাই হলো প্রকৃত ইমান। যার ইমান আছে তাকে বলে মুমিন।

আকাইদ হলো আকিদা শব্দের বহুবচন। আকিদা অর্থ বিশ্বাস। আর আকাইদ মানে বিশ্বাসমালা। একজন মুসলিমের ইমান ও আকাইদ বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহর পরিচয় (مَعْرِفَةُ اللّٰهِ)

আমরা মানুষ। আমরা নিজে নিজে সৃষ্টি হইনি। আমাদের সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তাও নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। এ সুন্দর পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। আমাদের জন্য যা যা প্রয়োজন সেসবও তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবী

কতো বিশাল এই পৃথিবী। এতে আছে পাহাড়–পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল ও গাছপালা। আছে নানা–রকম ফলফলাদি ও ফুল–ফসল। আরও আছে নানা-রকম পশুপাখি ও জীবজন্তু। এ সবই সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। তিনি এসব সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য। তিনিই আলো-বাতাস, পানি ও মাটি সৃষ্টি করে সকল সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখেন, লালন-পালন করেন।

আমরা জাতীয় কবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব–

এই শস্য–শ্যামল ফসল ভরা মাটির ডালিখানি

খোদা তোমার মেহেরবাণী।

আমাদের মাথার উপর আছে দিগন্তজোড়া বিশাল আকাশ। আকাশে আছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এক একটি নক্ষত্র। আরও আছে অসংখ্য ছায়াপথ। আর নীহারিকাপুঞ্জ। একসময় এসব কিছুই ছিল না। এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসবও সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। তিনি এসব শুধু সৃষ্টিই করেননি, অত্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণও করছেন এবং সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন। তিনি সকল সৃষ্টির মালিক। তিনি সর্বশক্তিমান।

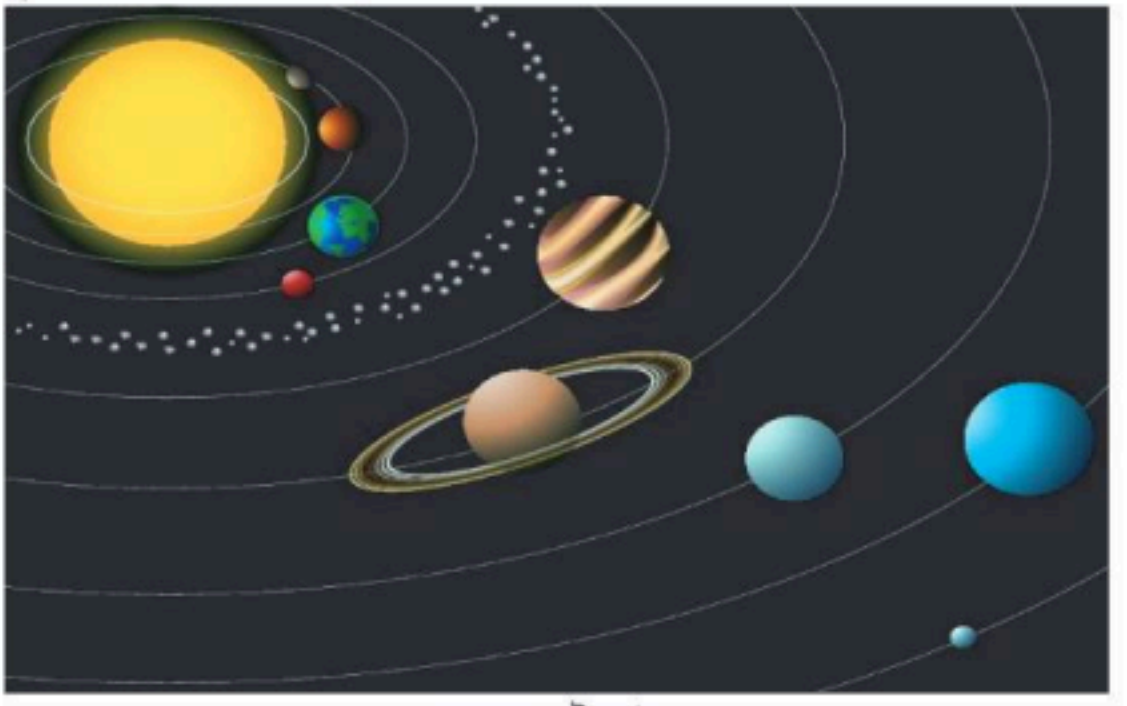

আকাশ ও সৌরজগৎ

মহান আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর সত্তা ও গুণের সাথে তুলনা করা যায় এমন কোনো কিছুই নেই। তিনি অনাদি, অনন্ত।

আমরা জানব ও বিশ্বাস করব–

ক. আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ।

খ. আসমান-জমিন ও এ দুইয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ।

গ. মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই।

পরিকল্পিত কাজ: 'আল্লাহ তায়ালার পরিচয়'–শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে নিজ নিজ খাতায় লিখবে।

আল্লাহ মালিক (اَللّٰهُ مَالِكٌ)

আল্লাহু মালিকুন অর্থ আল্লাহ মালিক। মালিক অর্থ অধিপতি। পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের বসবাসের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কতো বড়, কতো সুন্দর এই পৃথিবী। এতে আছে পাহাড়-পর্বত, খাল-বিল, নদী-নালা, পশুপাখি, জীবজন্তু, গাছপালা ও ফুল-ফসল। এসবের মালিক আল্লাহ।

মাটির উপরে যেমন ছোট-বড় অসংখ্য সৃষ্টি আছে, মাটির নিচেও আছে অনেক কিছু। আছে তেল, গ্যাস, কয়লা, লোহা, সোনা, হীরা। আরও কতো কিছু। এসবের মালিকও মহান আল্লাহ।

আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতির দৃশ্য

আমাদের মাথার উপরে আছে বিশাল আকাশ। আকাশে আছে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও তারা। আরও আছে গ্রহ, উপগ্রহ, ছায়াপথ ও নীহারিকাপুঞ্জ। এ বিশাল পৃথিবীর চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এক একটি নক্ষত্র। এসব কিছুরও মালিক আল্লাহ তায়ালা।

কুরআন মজিদে আছে, **"আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক আল্লাহ।"** আল্লাহ আমাদেরও মালিক। পরম দয়ালু আল্লাহ এসব কিছুই আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় আমাদের জন্ম হয়। তাঁর ইচ্ছায় আমরা বেঁচে থাকি। আবার তাঁর ইচ্ছায়ই আমাদের মৃত্যু হয়। তিনি আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক। আমাদের ধনসম্পদের মালিক আল্লাহ। আমাদের সুখ-দুঃখের মালিকও তিনি। তাঁর মালিকানায় কোনো শরিক নেই।

সৌরজগৎ

আমরা কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব:

কুল মাখলুক আল্লাহ তায়ালা
তোমার দয়ার দান
তুমিই সবার স্রষ্টা পালক
সর্বশক্তিমান।
বাদশাকে করো নিমিষে ফকির
ফকিরকে করো ধরার আমির
জীবিতকে তুমি করিতেছো মৃত
মৃতকে দিতেছো প্রাণ ॥

– সাবির আহমেদ চৌধুরী

আমরা বিশ্বাস করি, আসমান জমিনের মালিক আল্লাহ। দুনিয়ার সকল ধনসম্পদের মালিক আল্লাহ। আমাদের সুখ–দুঃখের মালিক আল্লাহ। আমাদের জীবন–মৃত্যুর মালিকও আল্লাহ। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালো কাজ করব।

পরিকল্পিত কাজ : 'আল্লাহ সবকিছুর মালিক'। এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা ৫টি বাক্য খাতায় লিখবে।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান (اَللّٰهُ قَدِيْرٌ)

আল্লাহু কাদীরুন। কাদীর অর্থ সর্বশক্তিমান। তার মতো শক্তি আর কারও নেই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের জন্য এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পাহাড়–পর্বত, সাগর–মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু এসব তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

আমাদের মাথার উপর যে বিস্তীর্ণ আকাশ তা সৃষ্টি করেছেন কে? এই আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ, ছায়াপথ এসবই সৃষ্টি করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। আমরা দেখি প্রতিদিন পূর্বদিক রাঙা করে সূর্য উঠে। দিন হয়, আবার দিন শেষে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যায়। রাত হয়। দিন–রাতের এ পরিবর্তন কে করেন? সর্বশক্তিমান আল্লাহই এ পরিবর্তন করেন। তিনি অসীম শক্তির অধিকারী। তাঁর হুকুমে পৃথিবীর সবকিছু চলে। মহাকাশের সবকিছুই তাঁর হুকুমে চলে।

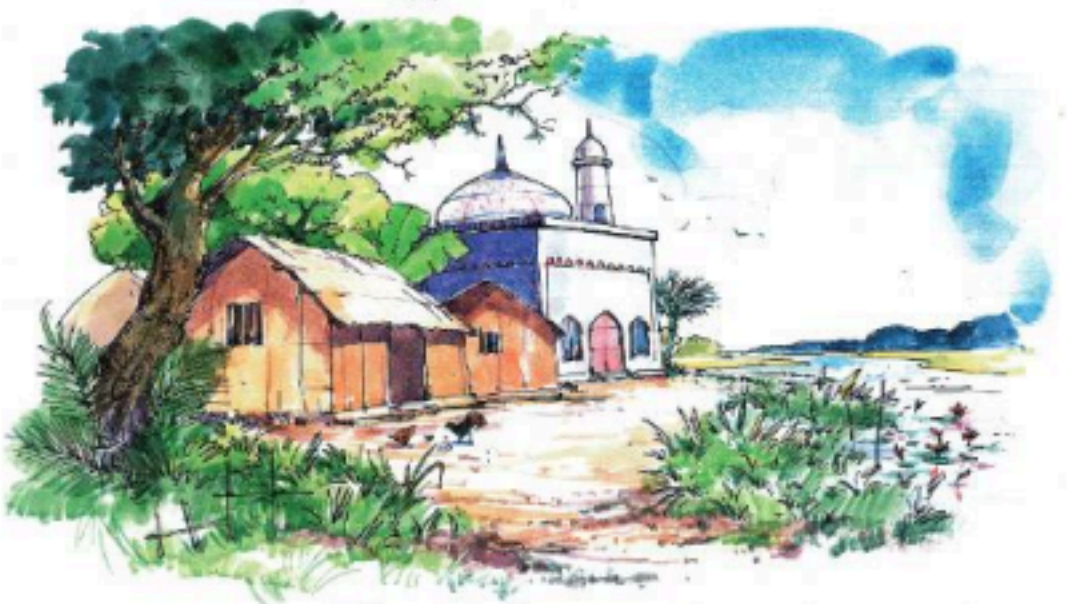

প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত জনপদের দৃশ্য

তার ব্যবস্থাপনায় চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ–নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ আপন কক্ষপথে পরিচালিত হয়। কোথাও কোনো অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা বা সংঘর্ষ দেখা যায় না। মহান আল্লাহ আলো, বাতাস, আগুন, পানি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এসব নিয়ন্ত্রণ করেন। মেঘমালা পরিচালনা করেন। বৃষ্টিবর্ষণ করে শুকনা মাটিতে প্রাণের সঞ্চার করেন। তাঁর ইচ্ছাতেই মরুভূমির বুক চিরে সুপেয় পানির ঝরনাধারা বেরিয়ে আসে। আমরা মাটিতে বীজ বপন করি, তা হতে চারা গজায়।

আলো, বাতাস, পানি অনেক সময় আমাদের বিপদের কারণ হয়। অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাসে ঘরবাড়ি, গাছপালা ডুবে যায়। মানুষ ও পশুপাখি ভেসে যায়। ভূমিকম্প ও ঝড়-তুফানে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। বড় বড় গাছপালা উপড়ে যায়। সাজানো গোছানো জনপদ লন্ডভন্ড হয়ে যায়। আমাদের আশ্রয়টুকুও থাকে না। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া 'সিডর' ও 'আইলা'-র তান্ডবের কথা আমরা আজও ভুলতে পারিনি। এ ধরনের দুর্যোগে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখব। দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসব। আলো-বাতাস, আগুন–পানি সবকিছুই মহান আল্লাহর শক্তির অধীন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে লণ্ডভণ্ড জনপদের দৃশ্যাবলি

আল্লাহ শাস্তি দিতে চাইলে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। তিনি নমরুদ, ফিরআউনের মতো পরাক্রমশালী জালিম শাসকদের ধ্বংস করেছেন। হযরত নূহ (আ)–এর অবাধ্য সম্প্রদায়কে প্লাবনে ডুবিয়ে মেরেছেন। ছোট ছোট পাখি দ্বারা আবরাহা বাদশাহর বিশাল বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করলে কেউ তাকে মারতে পারে না। অত্যাচারী নমরুদ হযরত ইবরাহীম (আ)কে পুড়িয়ে মারার জন্য অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু আগুন তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি। কারণ আগুন সর্বশক্তিমান আল্লাহর অধীন। মহান আল্লাহ ফিরআউনের হাত থেকে হযরত মূসা (আ)-কে রক্ষা করেছিলেন। ঈসা (আ)-কে ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স)-কেও কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আমরা মহান আল্লাহকে সর্বশক্তিমান হিসাবে বিশ্বাস করব। তাঁর কাছেই সাহায্য চাইব। কেবলমাত্র তাঁরই উপর ভরসা রাখব।

আল্লাহ শান্তিদাতা (اَللّٰهُ سَلَامٌ)

আল্লাহু সালামুন। সালাম অর্থ শান্তি । আল্লাহু সালামুন অর্থ আল্লাহ শান্তিদাতা। আমাদের মন যখন ভালো থাকে, তখন শান্তি লাগে। শরীর ভালো থাকলে মনে শান্তি থাকে।

যখন আমাদের মন খারাপ হয় তখন শান্তি লাগে না। শরীর খারাপ হলেও মনে শান্তি থাকে না। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ আমাদের রোগমুক্ত করেন। আমরা সুস্থ হই। শান্তি পাই।

আমাদের পরিবারে আছেন আব্বা–আম্মা, ভাইবোন। আছেন দাদা–দাদি। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। আমাদের শান্তি থাকে না। আমরা তাঁদের সেবা করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি। তিনি আমাদের বিপদমুক্ত করেন। আমরা শান্তি পাই।

অনেক সময় আমাদের বইখাতা, কলম–পেন্সিল হারিয়ে যায় তখন আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। শান্তি থাকে না। আবার যখন তা খুঁজে পাই, তখন শান্তি পাই। আমরা যখন বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে থাকি, তখন ভালো লাগে। বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে কখনো কখনো ঝগড়া হয়। মন খারাপ হয়। তখন শান্তি লাগে না। আমরা তাড়াতাড়ি ঝগড়া মিটিয়ে ফেলব, তা হলে শান্তি লাগবে।

রাসুল (স) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তিই সত্যিকার মুসলমান যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।' রাসুল (স) সবসময় শান্তির জন্য কাজ করতেন। শান্তির জন্য অমুসলিমদের সাথেও সন্ধি করেছেন। একে অপরের সাথে দেখা হলে আমরা সালাম দেই। শান্তি কামনা করি। বলি **'আসসালামু আলাইকুম'**। অর্থ: আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সালামের জবাবে বলি **'ওয়া আলাইকুমুস সালাম'**। অর্থ: আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

সালাম বিনিময় একটি সুন্দর নিয়ম। এতে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুশল বিনিময়

প্রচুর ধনসম্পদ থাকলেই শান্তি পাওয়া যায় না। অনেক আগে কারুন নামে এক ব্যক্তি ছিল। তার ধনসম্পদ ছিল প্রচুর। কিন্তু তৃপ্তি ছিল না, শান্তি ছিল না। সে আরও সম্পদ লাভের জন্য অস্থির ছিল। সে আল্লাহর শোকর করত না। গরিবের হক আদায় করত না। যাকাত দিত না। আল্লাহর হুকুমে সে তার ধনসম্পদসহ ধ্বংস হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালা যাকে শান্তি দেন সেই শান্তি পায়। কুঁড়েঘরে থাকলেও শান্তি পায়। অভাব-অনটনেও শান্তিতে থাকে। আল্লাহ শান্তি দিলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না।

অত্যাচারী শাসক নমরুদ নিজেকে উপাস্য দাবি করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) তা মানতে পারলেন না। শাস্তি দেওয়ার জন্য নমরুদ তাঁকে জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তায়ালা আগুনকে বললেন, "হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা হও, শান্তিদায়ক হও।" আগুন হযরত ইবরাহীম(আ)-কে স্পর্শও করতে পারল না।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই শান্তিদাতা। যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে তিনি তাদের শান্তি দেন। দুনিয়াতে শান্তি দেন। আখিরাতেও শান্তি দিবেন। তাঁর একটি গুণবাচক নাম 'সালাম'। সালাম অর্থ শান্তিদাতা।

আমরা আল্লাহ তায়ালাকে পরম শান্তিদাতা বলে বিশ্বাস করব। তাঁর কাছেই শান্তি চাইব। সবার সাথে শান্তিতে বাস করব। শান্তির পক্ষে কাজ করব।

কালিমা শাহাদাত (كَلِمَةُ شَهَادَةٍ)

কালিমাতু শাহাদাতিন। কালিমা অর্থ বাক্য। শাহাদাত অর্থ সাক্ষ্য দেওয়া। কালিমা শাহাদাত মানে সাক্ষ্য দেওয়ার বাক্য। এই কালিমা দ্বারা তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেই। এ দ্বারা আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই মাবুদ হিসেবে স্বীকার করে নেই। হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহর বান্দা ও রাসুল হিসেবে সাক্ষ্য দেই। তাওহিদ ও রিসালাতের উপর ইমান আনি। এটি ইসলামের মূল বিষয়। কালিমা শাহাদাত হলো:

আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু	اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহূ ওয়া আশহাদু	وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ
আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ	اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

কালিমা শাহাদাতে দুটি অংশ আছে :

প্রথম অংশ: আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহূ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই।

এই প্রথম অংশ দ্বারা আমরা আমাদের স্রষ্টা, পালনকারী, রিজিকদাতা, পরম দয়ালু, একমাত্র আল্লাহকে মাবুদ হিসেবে স্বীকার করে নেই। আর সাক্ষ্য দেই– আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়।

ওয়াহ্‌দাহূ দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি করি। আর 'লা শারীকালাহূ' দ্বারা শিরককে বাতিল বলে ঘোষণা করি।

কারণ শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। একজন মুমিন কোনো রকম শিরকে লিপ্ত হতে পারে না। আমরা জানি আল্লাহর কোনো শরিক নেই।

দ্বিতীয় অংশ : ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসুলুহূ

অর্থ : "আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।"

এই দ্বিতীয় অংশ দ্বারা সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ (স) যেমন আল্লাহর বান্দা তেমনি তিনি আল্লাহর রাসুল।

আমরা আল্লাহকে চিনতাম না। আল্লাহ সম্বন্ধে জানতাম না। কোন কাজে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন তাও জানতাম না। মুহাম্মদ (স) আমাদের আল্লাহর পরিচয় জানিয়েছেন। তাঁর বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহর ইবাদাত করার নিয়ম শিখিয়েছেন। তিনি নিজে আল্লাহর বিধান পালন করে আমাদের তা হাতে–কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর পথে চলব। রাসুল (স)–এর দেখানো পথে চলব। তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাস হলো ইমানের মূলকথা।

জাতীয় কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব :

তুমি কতই দিলে রতন, ভাই বেরাদার পুত্র স্বজন
ক্ষুধা পেলে অন্ন জোগাও, মানি চাই না মানি
খোদা তোমার মেহেরবানি ॥
খোদা তোমার হুকুম তরক করি আমি প্রতি পায়
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায় ॥
শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে, তরিয়ে নিতে রোজ হাশরে
পথ না ভুলি তাইতো দিলে পাক কুরআনের বাণী
খোদা তোমার মেহেরবানি ॥

ইমান মুজমাল (اِيْمَانٌ مُجْمَلٌ)

আমান্তু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআস্‌মাইহি	اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَآئِهٖ
ওয়া সিফাতিহী ওয়া ক্বাবিলতু জামী'আ	وَ صِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ
আহ্‌কামিহী ওয়া আরকানিহী	اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ